

পদ চল্লিশে গুপ্ত ইতিহাস - সংখ্যা বারো

সংখ্যা বারো

Jeff Pippenger

2026-05-23

সাধারণত বলা হয়, যদি পাঁচজন ব্যক্তি একই গাড়ি-দুর্ঘটনা দেখে, তবে সেই পাঁচজন সাক্ষী একই ধ্বংসাবশেষে পাঁচটি ভিন্ন বিবরণ দবে; যদিও আজ, সেই সময়পর্বে যখন পবিত্র আত্মা মানবজাতির মধ্য থেকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে, তখন নিঃসন্দেহে সেই সাক্ষীদের মধ্যে এমনও থাকত যারা নিজদের ব্যক্তিগত বিশ্বদৃষ্টিকে সমর্থন করার জন্য তারা যা দেখেছে সে বিষয়ে মনগড়া কথা বলত এবং মথিয়া বলত, অথচ তা করতে গিয়ে নিজদেরই সদ্ব্যবহার বলতে বিশ্বাস করত। গুপ্ত ইতিহাসে ভাববাণীমূলক সত্যের কয়েকটি ভিন্ন ধারা রয়েছে, যা একই ঘটনাবলির ভিন্ন সাক্ষ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঈশ্বরের বাক্যে কোনো মথিয়া নেই, যদিও সেই ঘটনাবলির মানবীয় ব্যাখ্যায় প্রায়ই ত্রুটি থাকে; কিন্তু এই ইতিহাসের বাইবলীয় সাক্ষ্যসমূহ, যথাযথভাবে বিভক্ত করলে, সকলেই পরস্পরের সঙ্গে একমত।

ইতিহাসে পতির এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতীক, এবং তাঁর সাক্ষ্য ১৮ জুলাই, ২০২০-এর হতাশা থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জাগরণ পর্যন্ত এক প্রগতিশীল ইতিহাসকে উপস্থাপন করে; তারপর বহুস্থ দর্শনের প্রথম পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট একজনরূপে, পরে অন্তর্দর্শনের দ্বিতীয় পরীক্ষায়, যার পর অনুসৃত হবে ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহের লটিমাস পরীক্ষা, জাতগণের নকিট পতাকা উত্তোলন পর্যন্ত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই গুপ্ত ইতিহাসে উপস্থিতি আছেন, যিনি সিমগর বিশ্ব-গ্লোবালস্টিট, ডেমোক্রেটিক পার্টি, এবং রিপাবলিকান পার্টির RINO-দের নিয়ে গঠিত সকল গ্লোবালস্টিটকে আলোড়িত করেন। তিনি সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ পূরণ করেন, যা পশুর প্রতীকিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত; কারণ তিনি সাতের অন্তর্গত অষ্টম রূপে রাজনৈতিক মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হন। তিনি সিমগর গুপ্ত ইতিহাস জুড়ে অবস্থান করছেন, এই নিয়তির জন্য যে, যখন "active despotism" প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের উপর এবং পরবর্তীতে বিশ্বের উপর বলবৎ করা হবে, তখন তিনি শাসনক্ষমতায় থাকবেন। পৃথিবীর পশুর দুই শিঙির মধ্যে ট্রাম্পের প্রতীকিত্ব হসিবে ধর্মমুখ্য প্রোটস্ট্যান্টবাদ মার্কসবাদের ইতিহাসে উপস্থিতি আছে। জাতসিংঘ ও রাশিয়ায় ড্রাগন-শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ইতিহাসে সাক্ষ্য বহন করে। পাপাসি, তোমার জাতির ডাকাতদেরূপে, সবকিছুকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ করতে এবং সেই দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে সেখানে উপস্থিতি আছে।

প্রিয় পাঠক, পতির আপন। পতির সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকাবাহকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একজন প্রার্থী। পতির মধ্যভাগে, কয়েকটি ভাববাণীমূলক রাখার মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে, বিশ্বাসের দ্বারা পরমপবিত্র স্থানে প্রবেশ করছেন এবং খ্রিস্টের দর্শনের দ্বারা সম্পন্ন সেই রূপান্তর গ্রহণ করছেন। পতির রূপান্তরের পরবর্তে অবস্থান করছেন, যেখানে তাঁকে খ্রিস্টের প্রতীকিত্বের রূপান্তরিত হতে হবে, আর সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশুর প্রতীকিত্ব গঠন করছে।

"ভরাতগণ, আমাদের মধ্যে আত্মের অংশ কম এবং ঈশ্বরের অংশ অধিক হওয়া চাই। তিনি মণ্ডলীর শক্তিসমূহ দাবি করেন; কিন্তু আমাদের লোকদের সামর্থ্য অনেকখানি"

অযোগ্য বিষয়ে দ্বারা শোষণিত হয়ে যায়। অতিরিক্ত সময় তুচ্ছ ধারণা ও দাবিদাওয়ায় ব্যয়িত হয়। ঈশ্বর চান আমরা পরবর্তে আরোহণ করি, আরও সরাসরি তাঁর সান্নিধ্য প্রবশে করি। আমরা এমন এক সংকটের মধ্যে প্রবশে করছি, যা, জগতের আদিকাল থেকে অতীতের যে-কোনো সময়ে তুলনায় অধিক, খ্রিস্টের নাম উচ্চারণ করেছে এমন প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন দাবি করবে। ঈশ্বরের কাজ আমাদের সমস্ত সত্যই দাবি করে। কিন্তু আমাদের লোকেরা তাদের হৃদয়ের পরবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এই আত্মনিবেদন কখনও করবে না। তাদের রূপান্তরের প্রয়োজন পতির মতোই। তারা যখন এইরূপে সজীবিত হবে, তখন খ্রিস্ট তাদের বলতে পারবে, 'তোমার ভ্রাতৃগণকে স্থির কর,' 'আমার মেষগণকে চরাও,' 'আমার মেষশাবকদের চরাও।'"

"যখন ঈশ্বরকি শক্তি মানবীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন কাজটি খড়কুটোর মধ্যে আগুনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে। ঈশ্বর এমন সব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করবেন, যাদের উৎস মানুষ নরিণয় করতে সক্ষম হবে না; স্বর্গদূতেরা এমন একটি কাজ সম্পন্ন করবে, যা মানুষ ঈশ্বরের দাবি প্রতি সাড়া দিতে অবহেলা না করলে সম্পাদনের আশীর্বাদ লাভ করতে পারত। এখন কাজটি মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। সে কী তা গ্রহণ করবে? বর্তমান সময়ে কর্মীদের জন্য বহু দ্বার অর্গলমুক্ত ও উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। তারা কি এই দ্বারগুলিতে প্রবশে করবে? প্রভুর আহ্বানে কে প্রস্তুত হয়ে বলতে পারে, 'এই আমি, প্রভু, আমাকে পাঠান'? মাকদিনীয় আহ্বান পৃথিবীর সর্বত্র থেকে করুণ আবেদনরূপে আমাদের কাছে আসছে, 'এপারে এসে আমাদের সাহায্য করুন।'" Review and Herald, December 15, 1885.

আমাদের পরবর্তে এসে উপস্থিতি হতে হবে এবং পতির ন্যায় ধর্মান্তরিত হতে হবে; আর যখন আমরা তা করব, তখন যশাইয়ের ন্যায় আমরা শূচীকৃত হব। শূচীকরণকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যখন ঈশ্বরকি শক্তি মানবীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন তা সম্পন্ন হয়। মাকদিনীয় আহ্বান চল্লিশতম পদটির গুপ্ত ইতিহাসে সংঘটিত হয়।

"আমাদের নগরসমূহে দৃঢ়প্রতজ্ঞ প্রচেষ্টা গ্রহণ করার সময় এসে গেছে। লুক ২১ অধ্যায় পড়ুন। এ-ই এই সময়ে বার্তা, এবং এটি অন্তকালের এই প্রজন্মের জন্য লিখিত হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের যে কাজ করতে দিয়েছেন, তার এবং আমাদের মধ্যবর্তী হয়ে কিছুই যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। নগরসমূহে যারা আছে, তাদের সম্মুখে সত্য উপস্থাপন করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

"অন্যদের দোষত্রুটি খুঁটিয়ে দেখায় যেন একটুও সময় নষ্ট না হয়। সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ বন্ধ হতে হবে। আমরা ভ্রাতৃসুলভ প্রমে পরস্পরকে ভালবাসি। আস, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পরবর্তে আরোহণ করি, যেন ফরিে এসে আমাদের উপর ঈশ্বরের মহিমার প্রতিফলন বহন করতে পারি। একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে পরবর্তেই আমরা তা লাভ করতে পারি। প্রভুর বাক্য, যেরূপে তাহা তাঁর ব্যবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে, তাহা অধ্যয়ন করবার একটি কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। অনেকে অনিয়মিত পাঠ হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অধ্যয়ন কতটুকু? খ্রিস্ট মনুষ্যদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন এবং সেই ব্যবস্থার যথার্থ বধিানসমূহই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।"

"কর্ম শীঘ্রই ধার্মিকতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা হবে। একে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে সমাপ্তিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় আরও অধিক অধ্যবসায়ী ও আরও অধিক ভক্তপূর্ণ হতে হবে। সেই সময় উপস্থিত হয়েছে, যখন আমাদের কেবল সক্রিয় থাকলেই চলবে না, বরং সেই কার্যকলাপকে এমনভাবে একাগ্র করতে হবে, যাতে তা ফলপ্রসূ হয়। যদি আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পরবর্তে আরও অধিক সময় অতিবাহিত করতাম,

তবে আমাদের কাজ আরও কার্যকর হতো।”

“আমাদের প্রচারের মধ্যে আরও অধিক প্রত্যয়জনক শক্তি এসে উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক। আত্মার তরবারি পুনরায় শাণতি হতে হবে এবং শক্তিসিহকারে প্রেরিত হতে হবে। আমরা কনিজিদের সৈন্যে কর্মে নিয়োজিত করব, যমেন মানুষ করে যখন অনন্তকালরে সমস্ত বাস্তবতা তাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে? আমরা পবতির আত্মার শক্তিকে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্য সম্পূর্ণ করতে দেখতে চাই।” Australian Union Conference Recorder, October 1, 1906.

এই পর্বতই—যা একই সঙ্কে পরম পবতির স্থানও—দবিষত্ব আমাদের মানবত্বের সঙ্কে একীভূত হয়; আর লুক ২১ হলো চূড়ান্ত প্রজন্মের জন্ম বার্তা, যাদের নগরসমূহকে শেষে সতর্কবাণী প্রদান করতে হবে। নগরসমূহের প্রতি এই সতর্কবাণী এমন এক কাজ, যা আমরা যদি পর্বতে এসে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হতে অস্বীকার করি, তবে স্বর্গদূতরো সম্পন্ন করবে। এই কাজ নগরসমূহের জন্ম, কারণ শেষে প্রজন্ম এমন এক সময়পর্বে বাস করে যখন “হাজার হাজার নগর” ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্ম নির্ধারণিত। নগরসমূহের ধ্বংসের ভাববাণীমূলক কালপর্ব ন্যাশভলিরে অগ্নিগোলকসমূহ দিয়ে শুরু হয়, এবং সতর্কবাণীর কাজ সেখানেই আরম্ভ হয়, আর সেই কাজ লুক ২১-এ শনাক্ত করা হয়েছে। বছরের পর বছর আমরা বারংবার দেখেছি যে লুক ২১ তৃতীয় হায়-এর ইসলাম সম্বন্ধে একটি সতর্কবাণী।

লুক ২১ অধ্যায়ে যীশু প্রাচীন ইস্রায়লকে ঈশ্বরের মনোনীত জাত হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস শুরু হয়, তা পাপাল নপীড়নের অন্ধকার যুগের অন্ত পর্বন্ত অনুসরণ করেছে, এবং তারপর সেই সব নদির্শনের দিকে অগ্রসর হয়েছে যা মলিরোইট ইতিহাসের সূচনা ঘটিয়েছিল। মলিরোইট ইতিহাস এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের ইতিহাসকে চিত্রিত করে।

আর তারা তরবারি ধারায় পতিত হবে, এবং সকল জাতের মধ্যে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে; আর জেরুজালেমে পরজাতদের দ্বারা পদদলিত হবে, যে পর্বন্ত পরজাতদের কাল পরপূর্ণ না হয়। আর সূর্যে, চন্দ্রে, ও নক্ষত্রমণ্ডলে লক্ষণ দেখা দেবে; এবং পৃথিবীর উপরে জাতসমূহের মধ্যে কলশে ও বিভিন্ন উপস্থিত হবে; সমুদ্র ও তরুণ গর্জন করবে; পৃথিবীর উপরে যা কিছু ঘটতে চলছে, সেই সব বিষয়ের ভয়ে ও প্রত্যাশায় মানুষের হৃদয় ক্ষীণ হয়ে পড়বে; কারণ আকাশমণ্ডলের শক্তিসমূহ বচলিত হবে। আর তখন তারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহামহিমাসহ মঘে আগমন করতে দেখবে। লুক ২১:২৪-২৭।

প্রকাশতিবাক্যের একাদশ অধ্যায়ে যোহন চিহ্নিত করেন যে পাপাল শাসনের ১,২৬০ বছর ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে “অইহুদীদের” দেওয়া হয়েছিল, এবং লুক চিহ্নিত করেন যে ১৭৯৮ সালে অইহুদীদের সময় পূর্ণ হয়েছিল। তারপর খ্রিস্ট সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সেই সব চিহ্নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, যা মলিরোইট আন্দোলনকে নির্দেশ করে, এবং এই বলে উপসংহারে পোঁছান: “জাতসমূহের কলশে, সংশয়ের সহতি; সমুদ্র ও তরুণ গর্জন করতিছে; পৃথিবীর উপরে যাহা যাহা উপস্থিত হইবে, তাহার ভয়ে ও প্রত্যাশায় মানুষের হৃদয় অবসন্ন হইবে।” লুকের “জাতসমূহের কলশে” প্রকাশতিবাক্যে “জাতগিরের ক্রোধ”।

আর জাতগির ক্রুদ্ধ হয়েছিল, এবং তোমার ক্রোধ উপস্থিত হয়েছে, এবং মৃতদের সময় উপস্থিত হয়েছে, যাতে তাদের বচার করা হয়, এবং যাতে তুমি তোমার দাস নবীদের, ও পবতিরগণকে, এবং যারা তোমার নামেরে ভয় করে, ক্রুদ্ধ ও মহান—তাদের প্রতিদিন দাও; এবং যারা পৃথিবীকে বনিষ্ট করে, তাদের তুমি বনিষ্ট করো। প্রকাশতি বাক্য ১১:১৮।

ঈশ্বরকে “ক্রোধ” সাতটি শিষ্যে মহামারীর মধ্যে সংঘটিত হয়, এবং তা শুরু হয় যখন মীকায়েল উঠিয়া দাঁড়ান এবং মানবীয় পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হয়। জাতসিমূহেরে ক্রুদ্ধ হওয়া এমন একটি সময়কাল, যা পরীক্ষাকালের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। জাতসিমূহেরে ক্রুদ্ধ হওয়া ৯/১১-এ শুরু হয়েছিল, যখন তৃতীয় ধিক্কারেরে ইসলাম উপস্থিত হয়, এবং এর ফলে পরবর্ত্তার আগমন চহ্নিত হয়।

“আমি দেখলাম যে জাতসিমূহেরে ক্রোধ, ঈশ্বরেরে রোধ, এবং মৃতদেরে বিচার করার সময়—এগুলো পৃথক ও স্বতন্ত্র, একটির পর একটি অনুসরণ করে আসে; আরও দেখলাম যে মীকায়েল এখনো দাঁড়াননি, এবং এমন সংকটেরে সময়, যা কখনো ছিল না, তা এখনো আরম্ভ হয়নি। জাতসিমূহ এখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে; কিন্তু যখন আমাদের মহাজ্যক পবিত্রধামে তাঁর কার্য সমাপ্ত করবনে, তখন তিনি উঠে দাঁড়াবনে, প্রত্যাশিতেরে বস্ত্র পরধান করবনে, এবং তারপর শেষে সাতটি আঘাত বর্ষিত হবে।”

“আমি দেখলাম যে, যীশুর পবিত্রধামে কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চার স্বর্গদূত চার বায়ুকে ধরে রাখবনে, এবং তারপর শেষে সাতটি মহামারী আসবে।” Early Writings, 36.

মলিরাইট ইতিহাসে জাতসিমূহেরে ক্রোধোন্মত্ততা, অথবা লুকের বর্ণনা অনুসারে, “জাতসিমূহেরে ক্রোধ,” ইসলামেরে দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল।

“১৮৩৮ সালে তুরস্ক মশিরেরে সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মশিরীয়রা তুরস্ক শিক্তিকে উৎখাত করার প্রবল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। এটি প্রত্যাশিতেরে করার জন্য ইউরোপেরে চার মহাশক্তিরে—ইংল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া—তুরস্ক সরকারকে সমর্থন জানাতে হস্তক্ষেপ করেছিল।” উরয়িাহ স্মৃতি, Synopsis of Present Truth, 218.

১৮৩৮ সালে তথাকথিত “প্রাচ্য-প্রশ্ন” জাতসিমূহকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, এবং সেই “প্রাচ্য-প্রশ্ন” ছিল ইসলাম, অর্থাৎ বাইবেলেরে প্রাচ্য-বায়ু। মলিরাইট ইতিহাসে দেখা যায়, জাতসিমূহ ইসলাম দ্বারা কাঁপিত হয়েছিল, এবং তারপর প্রভু মঘেমালেয় এসে অতিপবিত্র স্থানে পরবশে করেছিলেন; এইভাবে তা প্রত্যাশিতেরে স্বরূপ নির্দেশ করে সেই সময়কে, যখন প্রভু তাঁর দ্বিতীয় আগমনে মঘেমালেয় আসবেন। তাঁর মঘেমালেয় আগমনেরে পূর্বে ইসলাম জাতসিমূহকে বিপর্যস্ত করে, এবং এ-ই সেই বার্তা যা পতিরকে “সহস্র সহস্র নগরেরে” ধ্বংসেরে পূর্বে নগরসমূহেরে কাছে ঘোষণা করার জন্য দেওয়া হয়েছে। নগরসমূহেরে ধ্বংসেরে কাল ন্যাশভিলেরে অগ্নিগোলকগুলির মাধ্যমে শুরু হয়।

“আহা, ঈশ্বরেরে লোকেরো যদি হাজার হাজার নগরেরে আসন্ন ধ্বংস সম্বন্ধে কোনো উপলব্ধি রাখত, যগুলো এখন প্রায় মূর্তপূজার হাতে সমর্পিত। কিন্তু যারা সত্য ঘোষণা করার কথা, তাদের অনেকেই তাদের ভ্রাতৃগণকে অভয়িক্ত ও নিন্দা করেছিল। যখন ঈশ্বরেরে রূপান্তরকারী শক্ত মনসমূহেরে ওপর আসবে, তখন এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটবে। মানুষেরে আর সমালোচনা করা ও ভেঙে ফেলার প্রবৃত্তি থাকবে না। তারা এমন অবস্থানে দাঁড়াবে না, যা পৃথিবীর প্রত্যাশিতেরে আলোকে দীপ্তমান হওয়া থেকে বাধা দেয়। তাদের সমালোচনা, তাদের অভিযোগ—এসব বন্ধ হবে। শত্রুর শক্তসিমূহ যুদ্ধেরে জন্য সমবেত হচ্ছে। আমাদের সম্মুখে রয়েছে কঠোর সংঘর্ষ। একত্র হও, আমার ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ, একত্র হও। খ্রিস্টেরে সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হও। ‘তোমরা বলো না, এক ষড়যন্ত্র... আর তারা যাকে ভয় করে, তোমরা তাকে ভয় করো না, এবং সন্ত্রস্ত হয়ে না। বাহিনীগণেরে সদাপ্রভুকই পবিত্র জ্ঞান কর; এবং তিনিই হোন তোমাদেরে ভয়, তিনিই হোন তোমাদেরে ত্রাস। আর তিনিই বনে পবিত্রস্থানস্বরূপ; কিন্তু ইস্রায়েলেরে উভয় গৃহেরে জন্য হবেনে হোঁচলেরে পাথর ও বঘ্নেরে শিলা, এবং যরিশালমেরে অধিবাসীদেরে

জন্য ফাঁদ ও পাশ। আর তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খাবে, পড়ে যাবে, এবং ভগ্ন হবে, এবং ফাঁদে আবদ্ধ হবে, ও ধরা পড়বে।”

“জগৎ একটা নাট্যমঞ্চ। এর অভিনেতারা, অর্থাৎ এর অধিবাসীরা, সেই শেষে মহা-নাট্যে নিজদেরে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছে। ঈশ্বরকে দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মানবজাতির বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, শুধু তখনই আছে যখন মানুষ নিজদেরে স্বার্থপর উদ্দেশ্যে সর্দিধ করার জন্য একত্রে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈশ্বর দেখেছেন। তাঁর বদিরোহী প্রজাদের সম্বন্ধে তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ পরপূরণ হবে। জগৎ মানুষের হাতে সমরপতি হয়নি, যদিও ঈশ্বর কিছু সময়ের জন্যে বিভিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার উপাদানসমূহকে প্রাধান্য বসিতার করতে দিচ্ছেন। অধোলোক থেকে এক শক্তি কার্যরত আছে, যাতে নাটকের সেই শেষে মহা-দৃশ্যসমূহ সংঘটিত হয়,—শয়তান খ্রিষ্টরূপে আগমন করছে, এবং যারা গোপন সংঘসমূহে নিজদেরে পরস্পরেরে সঙ্গে আবদ্ধ করছে, তাদের মধ্যে সে সমস্ত অধার্মিকি প্রবঞ্চেচনাসহ কার্য করছে। যারা গোষ্ঠীবদ্ধ মৈত্রীর আবেগেরে কাছে আত্মসমরপণ করছে, তারা শত্রুর পরকিল্পনাই কার্যকর করছে। কারণেরে পরণামে ফল অবশ্যম্ভাবীভাবে অনুসরণ করবে।”

“অপরাধ পুরায় তার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। বিভিন্নতা জগৎকে পরপূরণ করে রেখেছে, এবং শীঘ্রই মানুষের উপর এক মহাভয় নমে আসতে চলছে। অন্ত অত্বনত নকিটে। আমরা যারা সত্য জানি, আমাদের উচিত সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়া, যা অপূরণীয় আকস্মিকতার ন্যায় শীঘ্রই জগতের উপর নমে আসবে।” Review and Herald, September 10, 1903.

“বিভিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার উপাদানসমূহ” প্রস্তুত করা হচ্ছে সেই ব্যবস্থার ফলরূপে, যাকে সিস্টার হোয়াইট “উচ্চশিক্ষা” বলে চিন্তি করে, এবং যাকে তিনি “অধর্মেরে রহস্য” বলেও শনাক্ত করেন। ন্যাশভলিরে পার্থনের মন্দরি সেই মথিয়া শিক্ষার প্রতীক, যা এখন “বিভিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা” উৎপন্ন করছে, যা “কিছু সময়েরে জন্যে প্রভাব বসিতার” করে। ন্যাশভলিরে উপর অগ্নিগোলকসমূহ ইসলাম দ্বারা আনা হয়, এবং সেগুলি “ভাল ও মন্দেরে জ্ঞানের বৃক্ষেরে” উপর ঈশ্বরেরে বিচারকে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন ন্যাশভলি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন মধ্যরাত্রিরে ক্রন্দনেরে ঘোষণার সংক্ষিপ্ত সময়কাল শুরু হয় এবং তা রববারেরে আইন পর্বনত নিয়ে যায়, যখনে যশাইয়েরে অশুভ “মৈত্রীজোট” তার চূড়ান্ত পদক্ষেপে গ্রহণ করে, কারণ জগৎকে বাধ্য করা হয় এক-জগতেরে সরকার গ্রহণ করতে, যাকে প্রকাশিতবাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পশুর প্রতীমা হিসেবে চিন্তি করা হয়েছে। অশুভ মৈত্রীজোট সম্পর্কে যশাইয়েরে শনাক্তকরণ এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারেরে সীলমোহরপ্রাপ্তিরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূরণ।

“যাহাদগিকে এই জাত বিলে, ‘ষড়যন্ত্র,’ তাহাদগিরে সকলেরে বিষয়ে তোমরা ‘ষড়যন্ত্র’ বলিও না; আর তাহাদেরে ভয়কে ভয় করিও না, এবং সন্ত্রস্ত হইও না। বাহনীগণেরে সদাপ্রভুকই পবতির জ্ঞান করে; তিনিই তোমাদেরে ভয় হউন, এবং তিনিই তোমাদেরে ত্রাস হউন। তখন তিনি পবতিরস্থানেরে ন্যায় হইবেন; কনিতু ইস্রায়লেরে উভয় গৃহেরে পক্ষে বাধার পাথর ও বধিনেরে শৈল, এবং যরিশালমে-নবাসীদেরে পক্ষে ফাঁদ ও পাশ হইবেন। আর তাহাদেরে মধ্যে অনেকেই আঘাত পাইবে, পড়িয়া যাইবে, ভগ্ন হইবে, ফাঁদে পড়িবে, এবং ধরা পড়িবে।”

সাক্ষ্য বন্ধে রাখ, আমার শিষ্যদেরে মধ্যে ব্যবস্থা মুদ্রাঙ্কতি করে। আর আমি সদাপ্রভুর প্রতীক্ষা করবি, যনি যিকোবেরে গৃহ হইতে আপন মুখ আচ্ছাদতি করেন; আমি তাঁহারই

অপেক্ষায় থাকবি। দেখে, আমি এবং য়ে সন্তানগণ সদাপ্রভু আমাকে দযিাছনে, আমরা ইসরায়েলেরে মধ্যে বাহনীগণরে সদাপ্রভুর নকিট হইতে নদির্শন ও আশ্চর্যচহ্নিনস্বরূপ, যনি সিযি়োন পরবতে বাস করনে। আর যখন তাহারা তোমাদগিকে বলবি, যাহাদরে পরচিতি আত্মা আছে এবং যাদুकर, যাহারা ফসিফসি করে ও বড়িবিড়ি করে, তাহাদরে নকিটে অনুসন্ধান কর; তখন ককিোনো জাতরি আপন ঈশ্বররে নকিটে অনুসন্ধান করা উচতি নয়? জীবতিদরে জন্য মৃতদরে নকিটে কযাইবে? ব্যবস্থা ও সাক্ষ্যরে নকিটে যাও; যদি তাহারা এই বাক্য অনুসারে কথা না বলে, তবে তাহাদরে মধ্যে কোনো আলাো নাই।
যশাইয় ৮:১২-২০।

সস্টিার হোয়াইটরে এই উদ্ধৃতাংশটি নিরিদশে করে য়ে “বভিরান্তি ও বশ্বিঙখলার” একটি সময় “শয়তান খ্রিস্টিরূপে আগমনরে” দকিে নযি়ে যায়। রববিার-আইনরে সময় শয়তান খ্রিস্টিরে ছ্দমবশে উপস্থতি হয়।

“ঈশ্বররে ব্যবস্থার লঙঘন করে পাপাসীর প্রতযিঠান কার্যকর করার য়ে ফরমান জারি হব, তার দ্বারা আমাদরে জাত নিজিকে সম্পূর্ণরূপে ধার্মকিতা থেকে বচিছনি করবে। যখন প্রোটস্টেয়ান্টবাদ ব্যবধানরে ওপারে তার হাত প্রসারতি করে রোমীয় শকতির হাত ধরবে, যখন সয়ে অতল গহ্বররে উপর দযি়ে হাত বাড়যি়ে স্পরিচুয়ালজিমরে সঙগে করমর্দন করবে, যখন এই ত্রবিধি ঐক্যরে প্রভাবে আমাদরে দশে প্রোটস্টেয়ান্ট ও প্রজাতান্ত্রকি সরকাররূপে তার সংবধানরে প্রতটি নীতি অস্বীকার করবে এবং পাপীয় মথিয়া ও প্রলোভনরে প্রসাররে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তখন আমরা জানতে পারি য়ে শয়তানরে আশ্চর্য কার্যসাধনরে সময় এসে গেছে এবং অন্ত নকিটবর্তী।”

Testimonies, volume 5, 451.

“বভিরান্তি ও বশ্বিঙখলার” ঋতু রববিার-আইনরে পূর্ববর্তী সমযে সংঘটিতি হয়। রববিার-আইনরে ঠকি পূর্ববে, য়ে সময়টি একসটোর শবিরি-সভা এবং পনেটকেস্টরে পূর্ববে উপররে কক্যে দশ দিনরে দ্বারা প্রতযিঠতি, সেই সময়ে এক লক্য চুয়াল্লশি হাজারকে “একতরে সননকিটে আসতে হব, আমার ভাইয়রো ও বোনরো, ... খ্রিস্টিরে সঙগে আবদ্ধ হতে হবো।” মোহরাঙকন রববিার-আইনরে পূর্ববেই ঘটে, এবং সেই ইতিহাসেই মন্দ সংঘবদ্ধতা এক-বশ্বি সরকার প্রতযিঠার তার চূড়ান্ত কার্য শুরু করে।

মোহরাঙকনরে সমযে খ্রিস্টি ধার্মকিদরে জন্য এক পবতির আশ্রয়স্থল হবনে, কনিতু দুষ্টিদরে জন্য হবনে হোঁচট খাওয়ার পাথর। তিনি “যবিশালমেরে অধবাসীদরে” জন্য “এক ফাঁদ ও এক জাল” হবনে—যারা সেই “অনকে” যারা পততি হয়; কনিতু য়ে অল্পসংখ্যক লোক মোহরাঙকতি হয়, তাদরে কাছ “তনি” তাদরে “ভয়” হবনে।

ঈশ্বররে “ভয়” ইভরে মধ্যে অনুপস্থতি ছিলি, এবং যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তারা সেই বহুজনরে উপর আরোপতি ভয়রে তুলনায় এক ভনিন প্রকাররে ভয় ধারণ করে, যারা হোঁচট খায়। এই দুই প্রকাররে ভয় পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণদরে এবং ব্যর্থদরে চহ্নিতি করে। যারা উত্তীর্ণ হয় তারা মোহরাঙকতি হয়; যারা হয় না, তারা পাঁচ সংখ্যার দ্বারা চতিরতি হয়, কারণ তারা “হোঁচট খাইবে, এবং পড়যি়া যাইবে, এবং ভগ্ন হইবে, এবং ফাঁদে আটকাইবে, এবং ধৃত হইবে।” মোহরাঙকনরে সেই সময়, য়া রববিার-আইনরে পূর্ববে সংঘটিতি বলযি়া উপস্থাপতি হয়ছে, যখন বভিরান্তি ও বশ্বিঙখলার এক পর্যায় থাকে, সেই সময়ই দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত পরপূর্ণ হয়।

যারা হোঁচট খায় সেই বহুসংখ্যকরে বপির্তিতে যারা সীলমোহরপ্রাপ্ত অল্পসংখ্যক, তারা সেই ব্যক্টিরাই যারা প্রভুর জন্য “অপেক্ষা” করে; এভাবে তারা সেই জ্ঞানী কুমারীদরে

শনাক্ত করে, যারা “অপেক্ষা করছিলি।” কুমারীদের এই দুই শ্রেণির মধ্যও পবিত্রীকৃত ও অপবিত্রীকৃত এক প্রকার ভাববাণীমূলক প্রতীক্‌ষা রয়েছে, যা দুই প্রকার ভয়রে সঙ্গে সঙ্গতপূরণ।

“বর বলিম্ব করায় তারা সকলে তন্দ্রাচছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বর-এর বলিম্ব দ্বারা সেই সময়ের অতিক্রমকে নরিদশে করা হয়েছে, যখন প্রভুর আগমন প্রত্যাশা ছিলি, সেই নরিশা, এবং আপাত বলিম্বকো। এই অনশ্চিযতার সময়ে উপরতিলস্থ ও অর্ধহৃদয়দরে আগ্রহ শীঘ্রই টলে যেতে শুরু করল, এবং তাদের প্রচেষ্টা শথিলি হয়ে পড়ল; কনিতু যাদের বশ্চিবাস বাইবলে-সম্বন্ধে ব্যক্তগিত জ্ঞানরে উপর প্রতষ্টি ছিলি, তাদের পদতলে এমন এক শলা ছিলি, যা নরিশার ঢেউে ধুয়ে নথিয়ে যেতে পারনো। ‘তারা সকলে তন্দ্রাচছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল;’ এক শ্রেণে উদাসীনতা ও নজিদেরে বশ্চিবাস পরতিযাগরে অবস্থায়, আর অন্য শ্রেণে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছিলি, যতক্ষণ না আরও স্পষ্ট আলো প্রদান করা হয়। তথাপি পরীক্ষার রাত্রতি পরে দলটিে কিছু পরমাণে তাদের উদ্যম ও ভক্তি হারিয়েছে বলে প্রতীয়মান হল। অর্ধহৃদয় ও উপরতিলস্থরা আর তাদের ভ্রাতৃবৃন্দরে বশ্চিবাসরে উপর নরিভর করতে পারল না। প্রত্বেককে নজিরে জন্থই স্থরি থাকতে হবে, নতুবা পততি হতে হবে।” The Great Controversy, 395.

যারা পবিত্রতাপূরণ প্রকারে অপেক্ষা করে, তারা “নদিরশন ও আশ্চর্যরে” জন্থ হইবে, যখন রববার-আইনরে সময়ে জগতরে সম্মুখে তাহাদের একটি পিতাকা-চহ্নিরূপে উন্নীত করা হইবে; সেই সময়ে সৎ ও অসৎ জ্ঞানবৃক্ষরে বিষয়টি “পরচিতি আত্মাধারীদের, এবং যারা ফসিফসি করে ও বডিবিডি করে এমন জাদুকরদের” জ্ঞানরে এবং “ব্যবস্থা ও সাক্ষ্য”-দ্বারা চহ্নিতি জ্ঞানরে প্রতনিধিত্ব করে। ইহাই সেই একই পরীক্ষা, যমেনটা হবা ও আদমরে জন্থ ছিলি। আমরা কি এমন শক্তি গ্রহণ করি, যাহাতে সত্য় মশ্চিরতি ও ভ্রান্তরি সহতি সংমশ্চিরতি, না কি আমরা “প্রভু এই কথা কহনে”-এর উপর দাঁড়াই; কারণ যদি তাহারা এই বাক্য অনুসারে কথা না বলে, তবে তাহাদের মধ্যে কোনো আলো নাই। সত্য় ও মথিয়া শক্তি খর্ষিট ও শয়তানরে মধ্যে মহাসংঘর্ষে সত্য়রে একটি প্রধান ধারা। ন্যাশভলি ঈশ্বররে বাক্যরে বিরুদ্ধে বিদ্রোহরে প্রতীক, যমেন নশ্চিতিরূপে সদোম লাম্পট্য়রে প্রতীক, এবং যমেন নডি ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্ররে অর্থনৈকি শক্তরি প্রতীক ও পনেটাগন তাহার সামরকি পরাক্রমরে প্রতীক।

পতির ন্যাশভলিরে অগ্নিগোলকরে দ্বারপুরান্তে, পানথিমে এবং পরবতে দাঁড়িয়ে আছনে; যা মন্দরি-পরীক্ষার প্রতনিধিত্ব করে। তনি উপলব্ধি করনে যে, অগ্নিগোলক পততি হলে লাওদকিয়েয় সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টজিমকে তরিস্কৃত ও লজ্জতি করা হতে চলছে, এবং ন্যাশভলি, যুক্তরাষ্ট্র ও বশ্চিবকে সতরক করা প্রয়োজন। ইসলামরে বারতা বার্তাবাহকদেরে নশ্চিতি করে, যমেন কর্মলে যে অগ্নি পততি হয়েছিলি তা নশ্চিতি করেছিলি যে এলিয়াই সত্য় নবী ছিলনে। তথাপি ন্যাশভলিরে প্রত সতরকবার্তা কেবেল তৃতীয় সর্বনাশরে ইসলাম নয়, আকস্মকি আক্রমণে কী ধরনে অসত্য় ব্যবহৃত হবে—তা তো নয়ই। সতরকবার্তায় অবশ্য়ই চহ্নিতি করতে হবে কেনে ইসলামকে বিচার কার্যকর করতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে—এক বিচার, যা এমন এক সময়কাল আরম্ভ করে, যখন সহস্র সহস্র নগর ধ্বংস করা হয়। পূর্ববেই এই বিষয়টি চহ্নিতি করা যে ইসলাম ন্যাশভলিরে উপর এক আকস্মকি আক্রমণ ঘটাবে, তা বার্তাবাহকদেরে সত্য়তা প্রমাণ করবে; কনিতু যদি সতরকবার্তা কেবেল এতটুকুই করে, তবে তা একটি অসম্পূর্ণ সতরকবার্তা।

ন্যাশভলিরে অগ্নিগোলকসমূহ ঈশ্বররে একটি বিচার, যা একটি স্বল্পকালীন সময়রে সূচনা করে, এবং সেই সময়রে সমাপ্তি ঘটে সানডে ল'-এ; যমেন এই সময়রে সূচনায় ছিল, তমেনা স্টেটো ঈশ্বররে একটি বিচার। ঈশ্বর আদম ও হাওয়াকে আগভোগেই জানিয়েছিলিনে যে পরীক্ষা কী, এবং তারা যদি সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় তবে তার পরণিত কী হবে। সিস্টার হোয়াইট "কারণ থেকে ফলাফলরে দকি" যুক্তি করতলে সক্ষম হওয়ার গুরুত্ব নরিদশে করনে, এবং বাইবেলে ঘোষণা করে যে "কারণ" ব্যতীত "অভিশাপ" আসবে না।

যমেন পাখিঘুরে বড়োয়, যমেন শালকি উড়ে যায়, তমেনই অকারণ অভিশাপ আসবে না।
হতিোপদশে ২৬:২।

ন্যাশভলিরে অগ্নিগোলকসমূহ হলো সেই "ফল," এবং যে "অভিশাপ" আসে। সতর্কবার্তায় অবশ্যই "কারণ" অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। ভাববাদী যোনাহর বার্তা কবেল চল্লিশ দিনরে মধ্যে ধ্বংসরে একটি শিনাক্তকরণ ছিল না, বরং তা রাজা থেকে সমগ্র জনগণরে মধ্যে পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার উৎপন্ন করছিলি। যা চহিনতি হয়েছিলি তা হলো, রাজা ও তাঁর প্রজারা তাদরে মন্দ পথ থেকে ফরি এসেছিলি। যোনাহ তাদরে আগত ধ্বংসরে কথা বলছিলিনে, এবং তিনি তাদরে এও বলছিলিনে যে তা তাদরে দুষ্টি ও মন্দ জীবনযাপনরে কারণেই আসছিলি।

কারণ সেই সংবাদ নীনবরে রাজার কাছে পৌঁছিলি, এবং তিনি তাঁর সংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলনে, ও আপন রাজবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলনে, এবং শোকবস্ত্র পরধান করিয়া ভস্মরে মধ্যে বসিয়া রহিলনে। পরে তিনি রাজা ও তাঁহার মহামানুষগণরে ফরমান দ্বারা নীনবে এই ঘোষণা প্রচার করাইলনে, এই বলিয়া, মানুষ কপিশু গবাদপিশু কপিপাল—কহেই যনে কিছু আস্বাদন না করে; তাহারা যনে না চরায়, না জল পান করে। কনিতু মানুষ ও পশু উভয়েই শোকবস্ত্ররে আচ্ছাদতি হউক, এবং ঈশ্বররে নকিটে প্রবলভাবে ক্রন্দন করুক; বরং প্রত্যেকে আপন আপন দুষ্টি পথ হইতে, এবং আপন আপন হস্তে যে অত্যাচার রহিয়াছে, তাহা হইতে ফরিয়া আসুক। যোনা ৩:৬-৮।

ইসলাম একটি তুর্যশক্তি, এবং প্রকাশতি বাক্যরে অষ্টম থেকে একাদশ অধ্যায়রে সাত তুর্য, এবং সেইসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায়ও, নরিদশিট ভাববাণীমূলক বশেষিট্য ধারণ করে। প্রথম চার তুর্য ছিলি ৩২১ সালে প্রথম রববিার-আইন প্রবর্তনরে কারণে সাম্রাজ্যকি রোমরে ওপর বিচার। পরবর্তী দুই তুর্য ছিলি ৫৩৮ সালে একটি রববিার-আইন প্রবর্তনরে কারণে পাপীয় রোমরে ওপর বিচার। প্রকাশতি বাক্যরে অষ্টম থেকে একাদশ অধ্যায়রে সাত তুর্য, প্রকাশতি বাক্যরে ষোড়শ অধ্যায়রে শেষে সাত মহামারীর প্রতরুপ, যা রববিার বলবৎকরণে জন্য মানবজাতির ওপর ঈশ্বররে বিচার।

ন্যাশভলিরে সতর্কবার্তাকে অবশ্যই সেই পদচহিনসমূহ চহিনতি করতে হবে, যা একটি রববিার-আইনরে দকিে নিয়ে যায়; এবং ভবষিদ্বাণীমূলক সাক্ষ্যরে ভিত্তিতে বিচার কারণে পূর্বে নয়, বরং পরে অনুসরণ করে। বিচার হলো রববিার-প্রয়োগরে ফল। গোপন ইতিহাসরে চল্লিশতম পদটির য়ে পাঁচজন সাক্ষী আমরা বিবেচনা করছি, তারা ভিন্ ভিন্ সাক্ষ্য প্রদান করে; কনিতু মানবীয় সাক্ষীদের বিপিরীতে, সমস্ত ভবষিদ্বাণীমূলক রখো পরস্পরে সঙ্গে একীভূত হয়। মার্কনি যুক্তরাষ্টরে চূড়ান্ত রববিার-আইনরে পদচহিনসমূহ চহিনতি করা সম্পন্ন হয়, যখন পতির ন্যাশভলিরে অগ্নিগোলকসমূহরে প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পরে সাক্ষ্যকে সংযুক্ত করনে।

বিশ্বেরে প্রতিনিযাশভলিরে সতর্কবাণী এই য়ে, সেই সময়বন্দিতে ঈশ্বর মানুষ ও জাতসিমূহেরে উপর তাঁর চূড়ান্ত বচির আরম্ভ করনে। এরপর নগরসমূহেরে ধ্বংসেরে একটি কালপরব শুরু হয় এবং তা দ্রুত সানডে আইনেরে দকিে নিযিে যায়, যখনে জাতীয় ধর্মত্যাগেরে পর জাতীয় ধ্বংস আসে। তারপর শয়তান খ্রিষ্টেরে ছদ্মরূপ ধারণ করে আবর্ভূত হয়, এবং মন্দ সংঘবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন দশ রাজা দর্শনকে স্থাপনকারী তোর প্রজার দস্যুদেরে কাছে তাদের রাজ্য সমর্পণ করতে সম্মত হয়। নিযাশভলিরে সতর্কবাণীটি নিযাশভলিরে পূর্ববর্তী ইতিহাসেরে দ্বারা উপস্থাপিত, যমেন ডোনাল্ড ট্রাম্প পশুর একটি প্রতিমূর্তি গঠন করছনে বলে উপস্থাপিত হয়েছে। ট্রাম্পেরে বার্তাই সেই সতর্কতার তূর্যধ্বনি, যা নিযাশভলিরে অগ্নিগোলকেরে পূর্বে ধ্বনিত হয়।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়গুলি নিযিে আলোচনা অব্যাহত রাখব।